১৩-১১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দিনে শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করো, রাতে বসে জ্ঞান মন্থন করো, বাবাকে স্মরণ করো, বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, তাহলেই নেশা চড়তে থাকবে"

প্রশ্ন :-- মায়া কোন্ বাচ্চাদের স্মরণে বসতেই দেয় না ?

উত্তর :-- যে বাচ্চাদের বুদ্ধি কোনো না কোনো কিছুতে আটকে থাকে, যার বুদ্ধির তালা লেগে থাকে, যারা ভালোভাবে এই পড়া পড়ে না, মায়া তাদের স্মরণে বসতেই দেয় না । তারা মনমনাভব থাকতেই পারে না । তখন সেবার জন্যও তাদের বুদ্ধি চালিত হয় না । শ্রীমতে না চলার কারণে তারা নাম বদনাম করে দেয়, তারা ধোকা দেয় ফলে তাদের অনেক সাজাও খেতে হয় ।

গীত :-- তোমাকে ডাকতে মন চাইছে ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে । গড ফাদারকেই ডাকা হয়, কৃষ্ণকে নয় । বাবাকে বলবে - এসো, আবার কংসপুরীকে পরিবর্তন করে কৃষ্ণপুরী বানাও । কৃষ্ণকে তো ডাকবে না । কৃষ্ণপুরীকে তো স্বর্গ বলা হয় । এ কথা কেউই জানে না কারণ কৃষ্ণকে সবাই দ্বাপরে নিয়ে গেছে । এই সব ভুল শাস্ত্র থেকে হয়েছে । বাবা এখন যথার্থ কথা বুঝিয়ে বলছেন । বাস্তবে তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বড়, গড ফাদার । সবাইকে সেই এক গড ফাদারকে স্মরণ করতে হবে । যদিও মানুষ ক্রাইস্ট, বুদ্ধ অথবা আদিদের স্মরণ করে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে । এই স্মরণ করা শুরু হয়েছে দ্বাপর থেকে । ভারতে এই গায়নও আছে যে, দুঃখে সবাই স্মরণ করে কিন্তু সুখে কেউ করে না । পরের দিকেই স্মরণ করার নিয়ম শুরু হয়, কেননা দুঃখ আসতে থাকে । প্রথমদিকে ভারতবাসীরা স্মরণ শুরু করে । তাদের দেখে অন্য ধর্মের মানুষও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করতে লেগে যায় । বাবাও ধর্ম স্থাপন করেন । মানুষ কিন্তু বাবাকে ভুলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের ধর্মের কথা তারা জানেই না । স্মরণ তো না লক্ষ্মী - নারায়ণকে আর না কৃষ্ণকে করতে হবে । স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করতে হবে যিনি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । এরপর যখন এরা ভক্তিমার্গে শিবের পুজো করতে শুরু করে, তখন মনে করে গীতার ভগবান কৃষ্ণ । তাঁকে তখন স্মরণ করতে থাকে । তাদের দেখে অন্যেরাও তাদের ধর্মস্থাপকদের স্মরণ করে । তারা ভুলে যায় যে, এই দেবতা ধর্ম ভগবান স্থাপন করেছিলেন । আমরা লিখতে পারি, গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নন, শিববাবা । তিনি হলেন নিরাকার । এ তো আশ্চর্যের কথা হলো, তাই না । কারোর কাছেই শিববাবার কোনো পরিচয় নেই । তিনি হলেন তারার মতো । সব জায়গায় শিবের মন্দির আছে, তাই তারা মনে করে, এতো বড়, এ হলো এক অখণ্ড জ্যোতি তত্ব কিন্তু তিনি তো মহাতত্বে থাকেন, যেখানে আত্মারা থাকে । আত্মার রূপ স্টারের মতো, পরমপিতা, পরমাত্মাও স্টার কিন্তু তিনি নলেজফুল, বীজরূপ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে শক্তি থাকে । আত্মার পিতা (বীজ) পরমাত্মাকে বলা হবে । তিনি হলেন নিরাকার । মানুষকে তো জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর বলা বলা যাবে না ! তাই বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অথরিটির দরকার, যার বুদ্ধি অনেক বিশাল । তোমাদের সকলের মধ্যে মুখ্য হলেন মাম্মা, বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছে । কন্যাদের দ্বারা বাণ নিক্ষেপ করানো হয়েছে । অধর কুমার, অধর কুমারীদের রহস্য কোথায় না নেই । কেবল মন্দিরেই তা সিদ্ধ হয় । বরাবর জগদম্বাও আছেন কিন্তু তিনি জানেন না যে তিনি কে ?

বাবা বলেন যে, আমি ব্রহ্মামুখ কমলের দ্বারা রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বলি । এই ড্রামাতে কি আছে তা মানুষের বুদ্ধিতে আসার প্রয়োজন । এ হলো বেহদের ড্রামা । আমরা এই ড্রামার অভিনেতা, তাই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত । যাদের বুদ্ধিতে এ কথা থাকে, তাদের অনেক নেশা থাকে । সারাদিন শরীর নির্বাহ করলেও রাতে বসে স্মৃতিতে আনো - এই ড্রামা কিভাবে চক্র লাগায় ? এ হলো মনমনাভব । মায়া কিন্তু রাতেও বসতে দেয় না । অভিনেতাদের বুদ্ধিতে তো ড্রামার রহস্য থাকা উচিত, তাই না কিন্তু এ অনেক মুশকিল । কোথায় না কোথায় ফেঁসে যায়, তো বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেয় । এ হলো অনেক বড় লক্ষ্য । ভালো পড়া যারা করে তারা তো অনেক টাকা বেতনও পায়, তাই না । এ হলো পড়া কিন্তু বাইরে গেলেই সব ভুলে যায় তখন নিজের মতে চলতে থাকে । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমতে চললেই তোমাদের কল্যাণ । এ হলো পতিত দুনিয়া । বিকারকে বিষ বলা হয়, সন্ন্যাসীরা যার সন্ন্যাস করে থাকে । এই রাবণ রাজ্য শুরুই হয় দ্বাপর থেকে, এই বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী । সার্ভিসের জন্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চালিত হওয়া উচিত । শ্রীমতে চললে ধারণাও হবে । বাচ্চারা জানে যে বিনাশ সামনে উপস্থিত । সবাই দুঃখী হয়ে চিৎকার করবে - হে ভগবান, দয়া করো । ত্রাহি - ত্রাহি করার সময় ভগবানকে স্মরণ করবে । পার্টিশনের সময় কতো স্মরণ করতো - হে ভগবান দয়া করো, ক্ষমা করো । এখন কি রক্ষা করবে ? যিনি রক্ষা করেন, তাঁকেই মানুষ জানে না তো রক্ষা কিভাবে করবে ? বাবা এখন এসেছেন কিন্তু খুব মুশকিলের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা বসে । বাবা বোঝান যে - এমন এমন করে সেবা করো । বাবার কাছ থেকে এই শ্রীমত পাওয়া যায় । এমন বাবাকে চিনতে পারে না, এও কেমন আশ্চর্যের । এ কতো বোঝার কথা । সারাদিন যেন শিববাবার স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে । ইনিও তো তাঁরই রথ এবং সাথী ।

বাবা দেখেন যে -- বাচ্চারা আজ খুবই ভালো নিশ্চয়বুদ্ধির, আবার কাল সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায় । মায়ার তুফান লাগলে অবস্থার অবনতি হয়, তো বাবা এতে কি করতে পারেন । তোমরা জ্ঞানে এসেছো, সমর্পিত হয়েছো, তো তোমরা ট্রাস্টি হয়ে গেলে । তোমরা কেন চিন্তা করো ? সমর্পণ করেছো, এরপর সার্ভিসও করতে হবে, তাহলে রিটার্নে অনেককিছু পাবে । আবার সমর্পিত হয়ে সার্ভিস যদি না করে, তাহলে তাদের খাওয়াতে তো হবে, তো ওই অর্থে খেতে খেতে সব শেষ করে দেয়, সার্ভিসই করে না । তোমাদের মানুষকে হীরের মতো বানানোর সেবা করতে হবে । মুখ্য হলো বাবার রুহানী সার্ভিস করতে হবে, যাতে মানুষ উঁচু হতে পারে । সার্ভিস না করলে দাস - দাসী হতে হবে । যারা ভালো পড়ে, তাদের অনেক সম্মান হয় আর যারা পাস করতে না পারে, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে ।

বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো আর আশীর্বাদী বর্সা নাও । ব্যস, এই মনমনাভব অক্ষরই সঠিক । জ্ঞানের সাগর বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন কথা কৃষ্ণ বলতে পারে না, বাবাই বলেন -- মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, আর ভবিষ্যৎ রাজ্য পদকে স্মরণ করো । এ তো রাজযোগ, তাই না । এতে প্রবৃত্তি মার্গ সিদ্ধ হয় । এ কথা তোমরাই বোঝাতে পারো । তোমাদের মধ্যেও যারা সেবাপরায়ণ এবং তীক্ষ্ণ, তাদের ডাকা হয় । বোঝা যায় এরা খুবই হুঁশিয়ার হ্যান্ড । বাচ্চাদের যোগযুক্ত হতে হবে । শ্রীমতে যদি না চলে তাহলে নাম বদনাম করে দেয় । ধোকা দিলে তখন সাজাও খেতে হয় । ট্রাইবুনালও তো বসে তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :--

বাচ্চাদের প্রথমের দিকে বাবাকে বোঝাতে হয় । বেহদের বাবাই আমাদের পড়ান, গীতা পাঠ যারা করে তারা কৃষ্ণকে ভগবান বলে । তাদের বোঝাতে হবে যে, ভগবান তো নিরাকারকে বলা হয় । দেহধারী তো অনেকেই আছে । বিদেহী হলেন একজনই । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা । এ কথা খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসাও । বেহদের বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা পাওয়া যায়, তিনিই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি হলেন বেহদের বাবা আর ইনি হলেন হদের বাবা । আর অন্য কেউই ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা দেয় না । এমন কোনো বাবা নেই, যাঁর কাছ থেকে অমর পদ প্রাপ্ত করা যায় । অমরলোক হলো সত্যযুগ । এ হলো মৃত্যুলোক । তাই বাবার পরিচয় দিলে বুঝতে পারবে, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, যাকে দৈবী স্বরাজ্য বলা হয় । এই স্বরাজ্য বাবাই দেন । তিনিই পতিত - পাবন, এমন গায়ন হয়, তিনি বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ কেটে যাবে । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার যোগ্য হতে পারো । কল্প - কল্প বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এখন সেই পবিত্র দুনিয়া আসছে । পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে । প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে পাকা করাতে হবে । যখন পাকাপাকি ভাবে বাবাকে জানতে পারবে, তখন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাবে । এতে মায়া অনেক ভুলিয়ে দেয় । তোমরা বাবাকে স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করো, তবুও আবার ভুলে যাও । শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পাপমুক্ত হবে । সেই বাবা এনার দ্বারা বলেন, বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো । তবুও কাজকর্মে গেলে ভুলে যায় । এই ভুলে যাওয়া উচিত নয় । এই হলো পরিশ্রমের কথা । বাবাকে স্মরণ করতে করতে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে হবে । কর্মাতীত অবস্থাসম্পন্নদের বলা হয় ফরিস্তা । তাই এই কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো যে, কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে । এ কথা পাক্কা নিশ্চিত যেন থাকে যে, আমরা আত্মা ভাইদের বোঝাই । সবাইকে বাবার খবর দিতে হবে । কেউ কেউ বলে, আমরা বাবার কাছে যাবো, দর্শন করবো কিন্তু এখানে দর্শন আদির তো কোনো কথাই নেই । ভগবান এসে শেখান আর মুখে বলেন যে, তোমরা তোমাদের নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ কেটে যায় । যেখানেই কাজ - কারবারে থাকো না কেন, প্রতি মূহুর্তে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাকে স্মরণ করো । নিরন্তর যারা স্মরণ করবে তারাই জয় পাবে । স্মরণ না করলে মার্কস কম হয়ে যাবে । এই পড়া হলোই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার, যা এক বাবাই পড়ান । তোমাদের চক্রবর্তী রাজা হতে হবে তাই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে হবে । কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে । তা অন্ত সময়ে সম্পূর্ণ হবে । এই অন্ত যে কোনো সময় আসতে পারে তাই লাগাতার পুরুষার্থ করতে হবে । নিত্য যেন তোমাদের পুরুষার্থ চলতে থাকে । লৌকিক বাবা তোমাদের এমন কখনোই বলবেন না যে, দেহের সর্ব সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো । শরীরের ভাব ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো তো পাপ কেটে যাবে । এ তো বেহদের বাবাই বলেন যে, আমি এই একের স্মরণেই থাকো তো সব পাপ কেটে যাবে । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই কাজ তো খুশীর সঙ্গে করা চাই, তাই না । ভোজন গ্রহণ করার সময়ও বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণে থাকার গুপ্ত অভ্যাস যদি তোমাদের

চলতে থাকে তো খুবই ভালো । এতে তোমাদেরই কল্যাণ । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমি বাবাকে কতো সময় ধরে স্মরণ করি ? আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ - স্নেহ আর শুভরাত্রি । ওম শান্তি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মানুষকে হীরেতুল্য করার রুহানী সার্ভিস করতে হবে । কখনোই সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়া ছেড়ে দিও না । ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে ।

২) শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শ্রীমতকে নিজের কল্যাণ মনে করে তাতেই চলতে হবে । নিজের মত চালাবে না ।

বরদান :-- সকলের প্রতি শুভ কল্যাণের ভাবনা রেখে পরিবর্তনকারী বেহদের সেবাধারী ভব

বেশিরভাগ বাচ্চা বাপদাদার সামনে এমন আশা রাখে যে, আমাদের অমুক সম্বন্ধী যেন পরিবর্তন হয়ে যায় । বাড়ীর লোক সাথী হয়ে যাক, কিন্তু কেবলমাত্র ওইসব আত্মাদের নিজের মনে করে এই আশা যদি রাখো তাহলে হদের দর্শনের কারণে তোমাদের শুভ কল্যাণের ভাবনা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছায় না । বেহদের সেবাধারী যদি সর্ব আত্মার প্রতি আত্মিক ভাব, বেহদের আত্মিক দৃষ্টি, ভাই - ভাইয়ের সম্বন্ধের বৃত্তির দ্বারা যদি শুভ ভাবনা যদি রাখে তো তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় -- এই হলো মনের সেবার যথার্থ বিধি ।

স্লোগান :-- জ্ঞানরূপী বাণকে বুদ্ধিরূপী ধনুকে ভরে মায়ার চ্যালেঞ্জকারী আত্মাই মহাবীর যোদ্ধা হয় ।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য

"মনের অশান্তির কারণ হলো কর্মবন্ধন আর শান্তির কারণ হল কর্মাতীত"

বাস্তবে প্রত্যেক মানুষের এই চাহিদা অবশ্যই থাকে যে, আমি যেন মনের শান্তি পাই, তাই মানুষ এতদিন অনেক প্রয়াস করে এসেছে কিন্তু মনের শান্তি এখনো প্রাপ্ত হয় নি, এর যথার্থ কারণ কি ? এখন এই কথা চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরী যে, মনের অশান্তির মূল কারণ কি ? মনের অশান্তির মূল কারণ হলো -- কর্মবন্ধনে আটকে যাওয়া । যতক্ষণ না মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ মানুষ এই অশান্তির হাত থেকেও মুক্তি পাবে না । যখন কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় তখন মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে । এখন চিন্তা করতে হবে - এই কর্মবন্ধন ছিন্ন হবে কিভাবে ? আর তা ছিন্ন করাবেন কে ? এ তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আত্মাই অন্য কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না । এই কর্মবন্ধনের হিসেব - নিকেশ ছিন্ন করান একমাত্র পরমাত্মা, তিনি এসেই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা আমাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করেন, এই কারণেই পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয় । যতক্ষণ না প্রথমে এই জ্ঞান হয় যে আমি আত্মা, আমি প্রকৃতপক্ষে কার সন্তান, আমার প্রকৃত গুণ কি ? যখন এই কথা বুদ্ধিতে এসে যাবে তখনই কর্মবন্ধন

ছিন্ন হবে । এখন এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছেই প্রাপ্ত করি আর পরমাত্মার দ্বারাই কর্মবন্ধন মুক্ত হই । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।